সপ্তম শ্রেণি ● বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় ● অধ্যায়ভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর

অধ্যায়—১: বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম

সৃজনশীল—১ ■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

কাশিমপুর অঞ্চলের মানুষ তাদের চেয়ারম্যানের স্বৈরাচারী মনোভাব ও কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে আন্দোলন ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তিনি তার কাছের দুইএকজন ছাড়া অন্যদের কোনো সুযোগ সুবিধাই দিতেন না। অন্যরা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ে। চেয়ারম্যান পেশিশক্তি প্রদর্শন, রক্তপাত ঘটিয়েও আন্দোলন স্তিমিত করতে পারেননি। জনগণের ঐক্য, সংগ্রামী চেতনা, আত্মত্যাগের কাছে তাঁর ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে উক্ত চেয়ারম্যান পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

ক. ১৯৫৮ সালে তদানীন্তন পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করেন কে?

খ. ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগ কেন পরাজিত হয়? ব্যাখ্যা কর।

গ. কাশিপুরের মানুষের আন্দোলন পূর্ব-পাকিস্তানের কোন আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'কাশিমপুরের চেয়ারম্যানের পরিণতি যেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের পরিণতিরই প্রতিচ্ছবি'—উক্তিটি পরীক্ষা কর।

১ নম্বর সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর

ক. ১৯৫৮ সালে তদানীন্তন পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করেন ইস্কান্দার মির্জা।

খ. যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচি ও তরুণদের প্রচারাভিযান যেখানে ছিল চোখে পড়ার মতো, সেখানে মুসলিম লীগের কর্মসূচি ছিল অস্পষ্ট ও গোঁজামিলে ভরা। নেতাকর্মীরা ছিল গণবিচ্ছিন্ন। মূলত মুসলিম লীগের দুঃশাসন, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, শোষণ, দলের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, দুর্নীতি, পাকিস্তানের দুই অংশের বৈষম্য ইত্যাদি ছিল মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণ।

গ. কাশিমপুরের আন্দোলনে তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের গণঅভ্যুত্থানের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

পাকিস্তানের দীর্ঘদিনের স্বৈরাচারি শাসক আইয়ুব খানের মনোভাব ও কার্যকলাপের বিরুদ্ধে এ আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল। কাশিমপুরের শাসকের মতো আইয়ুব খান জনগণের আন্দোলন দমন করতে গিয়ে পেশিশক্তির আশ্রয় নেয় এবং অধ্যাপক শামসুজ্জোহা, সার্জেন্ট জহুরুল হক ও ছাত্রনেতা আসাদকে হত্যা করে। তখন সারাদেশে বিক্ষোভের আগুন জ্বলে ওঠে। গণ আন্দোলন চরম পর্যায়ে পৌছালে সামরিক সরকার ১৯৬৯ সালের ২২এ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে রাজবন্দিদের নিঃশর্তমুক্তি দেওয়ার ঘোষণা দিতে বাধ্য হয়। আন্দোলনের তীব্রতায় ভীত হয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকার কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে ২৫ এ মার্চ ১৯৬৯ সালে জেনারেল আইয়ুব খান তার সেনাপ্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খান-এর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। সুতরাং কাশিমপুরের আন্দোলন তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তানের গণঅভ্যুত্থানের বৈশিষ্ট্যই ফুটে উঠেছে।

ঘ. কাশিমপুরের চেয়ারম্যানের পরিণতি আইয়ুব খানের পরিণতিরই প্রতিচ্ছবি।

১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান এর জলন্ত প্রমাণ। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে ছাত্রসমাজ, রাজনীতিবিদ ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করেন। তেমনি কাশিমপুরের জনগণ তাদের দীর্ঘদিনের স্বৈরাশাসক চেয়ারম্যানের অত্যাচার, নির্যাতন ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। এলাকার জনগণ অধিকার প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধ হয়। তাদের সংগ্রামী চেতনা ও আত্মত্যাগের কাছে চেয়ারম্যানের ক্ষমতা দুর্বল হয় এবং সে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। তদ্রুপ ছয় দফাসহ এগার দফা আদায়ের আন্দোলনে নামলে ২০ জানুয়ারি ১৯৬৯ পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র আসাদ নিহত হন। ১৫ ও ১৬ ফেব্রুয়ারি যথাক্রমে সার্জেন্ট জহুরুল হক ও অধ্যাপক শামসুজ্জোহাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। এসব হত্যাকাণ্ডের খবর শুনে সারা দেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তীব্র আন্দোলনের মুখে আইয়ুব খান সরকার আগরতলা মামলার আসামিদের নিঃশর্ত মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ১৯৬৯ সালের ২৬ মার্চ তার সেনাপ্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

সুতরাং উদ্দীপকের চেয়ারম্যানের পরিণতি আইয়ুব খানের পরিণতিরই প্রতিচ্ছবি।

সৃজনশীল—২ ■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

ঘটনা-১ : 'ক' দেশে বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকের বাস ছিল। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী একটি ভাষাকে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের জন্য নির্ধারণ করে। এতে অন্য ভাষা ভাষীরা আন্দোলন করে। আন্দোলনের একপর্যায়ে শাসকগণ সব ভাষাকেই স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়।

ঘটনা-২ : দাদা তার নাতি তৌহিদুলকে বললেন, 'তাঁর বাবা আনসারি সাহেব পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য ছিলেন। তাঁর দল জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে বিপুল ভোটে জয়ী হওয়া সত্ত্বেও শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরে কালক্ষেপণ করেন।'

ক. কতজনের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা (রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য) দায়ের করা হয়?

খ. ছয় দফাকে বাংলার মানুষের মুক্তির দলিল বলা হয় কেন?

গ. ঘটনা-১ : তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের কোন ঘটনার ইঙ্গিত বহন করে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ঘটনা-২ : ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয়ী দলকে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার প্রতিচ্ছবি—মূল্যায়ন কর।

২ নম্বর সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর

ক. মোট ৩৫ জনের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা (রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য) দায়ের করা হয়।

খ. ঐতিহাসিক ছয় দফা ছিল মূলত স্বায়ত্তশাসনের দাবি। অর্থাৎ পাকিস্তানের সাথে যুক্ত থেকেই পূর্ব-পাকিস্তানের শাসনের দায়িত্ব ও ক্ষমতা থাকবে পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষের হাতে। তাছাড়া এ সনদে বাঙালিদের প্রতি পাকিস্তানি শাসন-শোষণ থেকে মুক্তির বার্তা রয়েছে, তাই একে বাংলার মানুষের মুক্তির দলিল বলা হয়।

গ. ঘটনা-১ তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলনের ঘটনার ইঙ্গিত বহন করে। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে ছাত্র-শিক্ষক সমাবেশে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করেন। তখন ছাত্ররা এ ঘোষণার তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ জানায়। এরপর থেকে ভাষা আন্দোলন বেগবান হতে থাকে। অবশেষে ১৯৫২ সালের ২১ এ ফেব্রুয়ারি এদেশের আপামর ছাত্র-জনতা ১৪৪ ধারা ভেঙে মিছিল বের করে। এ মিছিলে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন সালাম, জব্বার, রফিকসহ আরও অনেকে। পাকিস্তানিরা শেষ পর্যন্ত বাঙালিদের ভাষার আন্দোলনকে দমন করতে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে বাংলাকে রাষ্ট্রীয় বা সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। একই রকমের ঘটনা ঘটতে দেখা যায় আলোচ্য উদ্দীপকের ১ম ঘটনায়। সেখানেও সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ তাদের ভাষাকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য আন্দোলন করে। ফলাফল হিসেবে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

ঘ. ঘটনা-২ এ সন্দেহাতীতভাবে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয়ী দলকে ক্ষমতা হস্তান্তর না করারই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠতে দেখা যায়। কেননা, বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে জানা যায় ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত হয় পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে পূর্ব-পাকিস্তানের ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টি আসন পায়। সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ জাতীয় পরিষদে এভাবে ৩১৩ আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন লাভ করে। প্রাদেশিক পরিষদেও আওয়ামী লীগ ৩১০টি আসনের মধ্যে ২৯৮টি আসন লাভ করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু পাকিস্তানি কুচক্রী শাসকমহল বঙ্গবন্ধুর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি করে। তেমনিভাবে ঘটনা ২-এ আমরা দেখি যে, আনসারী সাহেবের দল জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে বিপুল ভোটে জয়ী হওয়া সত্ত্বেও শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরে কালক্ষেপণ করে। তাই উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি, ঘটনা- ২ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয়ী দল তথা বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার প্রতিচ্ছবি- কথাটি যথার্থ ও সঠিক।

সৃজনশীল—৩ ■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চলে বাস করে বেশ কয়েকটি উপজাতি। তাদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হলো 'X' উপজাতি। আর ক্ষুদ্র হলেও শক্তিশালী ছিল 'Y' উপজাতি। স্থানীয় উপজাতিদের নেতা 'ণ' উপজাতির হওয়ায় সকল উপজাতির উপর তাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। এ কারণে তারা তাদের ওপর শক্তির অপপ্রয়োগ করে, অত্যাচার শুরু করে। কিন্তু 'X' উপজাতি অন্যান্য উপজাতিকে সঙ্গে নিয়ে 'Y' উপজাতির এ আগ্রাসনকে ব্যর্থ করে দেয়।

ক. কোন আন্দোলনের সাফল্যের সূত্র ধরে বাঙালিরা স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণা পেয়েছে?

খ. স্বাধীনতার পর কেন পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের মধ্যে রাষ্ট্রের নীতি ও আদর্শ নিয়ে বিভ্রান্তি দেখা দেয়?

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সঙ্গে তৎকালীন পাকিস্তানের কোন দিক সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'পরিচয়ের সংকট অপেক্ষা আদর্শিক সংকটই তৎকালীন পাকিস্তানে প্রকট ছিল'—উদ্দীপক ও পাঠ্যবইয়ের আলোকে বক্তব্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

৩ নম্বর সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর

ক. ভাষা আন্দোলনের সাফল্যের সূত্র ধরে বাঙালিরা স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণা পেয়েছে।

খ. বহু আকাঙ্খিত স্বাধীনতা লাভের পর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহসহ দেশটির নেতৃবৃন্দের মধ্যে রাষ্ট্রের নীতি, আদর্শ নিয়ে বিভ্রান্তি তথা পরিচয়ের সংকট দেখা দেয়। এর কারণ হলো হিন্দু ও মুসলিম পৃথক দুই জাতি এ দাবির ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা পায়, কিন্তু স্বাধীনতার পর নেতৃবৃন্দ দেখতে পেলেন, কর্ম ছাড়াও মানুষের আরও পরিচয় আছে। ভাষা তন্মধ্যে অন্যতম। এ নিয়ে নেতৃবৃন্দের মধ্যে নীতি, আদর্শের বিভ্রান্তি ছড়ায়।

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সঙ্গে তৎকালীন পাকিস্তানের পরিচয় সংকটের দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ। দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলেও জিন্নাহ সকল ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রের লোককে সব বিভেদ ভুলে এক পাকিস্তানি হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। আর পাকিস্তানি মনোভাব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ইসলাম ও উর্দুর ওপর জোর দেন এবং অন্যান্য ভাষা সংস্কৃতির বিরুদ্ধে

অবস্থান নেন। এমনকি বাংলা ভাষার সমৃদ্ধ সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ-মাইকেল-বঙ্কিমের মতো গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিকদের প্রতি বৈরী অবস্থান গ্রহণ করেন। এতে দেশে ঐক্যের পরিবর্তে বিভ্রান্তি ছড়ায় ও দেশবাসীর মধ্যে বিভাজন দেখা দেয়। যেমনটি দেখা যায়, উদ্দীপকের পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাস করা উপজাতিদের ক্ষেত্রে। সংখ্যালঘু উপজাতি শক্তিশালী হওয়ায় নেতৃত্বের আসনে আসীন হয়। কিন্তু তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ 'ঢ' সহ অন্যান্য উপজাতির ওপর তাদের প্রভাবপ্রতিপত্তি বজায় রাখতে ভাষা ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালায়। এতে ঐক্যের পরিবর্তে বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে বিভ্রান্তি ও বিভাজন দেখা দেয়। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের ঘটনার সঙ্গে তৎকালীন পাকিস্তানের পরিচয় সংকটের দিকটি পুরোপুরি সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ. পরিচয়ের সংকট অপেক্ষা আদর্শিক সংকটই তৎকালীন পাকিস্তানের প্রকট ছিল। জিন্নাহ সকল ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও গোত্রের লোককে বিভেদ ভুলে এক পাকিস্তানি হওয়ার আহ্বান জানান। কিন্তু তিনি ইসলাম ও উর্দুর ওপর এত বেশি গুরুত্বারোপ করেন যে, পরিচয়ের সংকটের চেয়ে আদর্শিক সংকট প্রকট হয়ে ওঠে। পূর্ববাংলার সর্বস্তরের জনগণ এর বিরুদ্ধে আপত্তি তুললেও জিন্নাহ সেটি উপেক্ষা করে সংকটকে আরও প্রকট করে তোলেন। মাতৃভাষা বাংলা রক্ষার্থে বাঙলা মায়ের দামাল ছেলেরা তীব্র আন্দোল গড়ে তোলে। বুকের তাজা রক্ত দিয় মায়ের মুখের ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করে। উদ্দীপকে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের মধ্যেও একই ঘটনা ও চরিত্রের পুনরাবৃত্তি লক্ষণীয়। বিভিন্ন উপজাতির ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি বা ভাষা থাকতে পারে। এটা কোনো জটিল সমস্যা নয়, কিন্তু যখন ক্ষমতাসীন উপজাতি তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ধরে রাখার জন্য অন্য উপজাতির ওপর নিজেদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি চাপিয়ে দেয়, তখনই আদর্শিক সংকট প্রকট হয়ে ওঠে। সুতরাং, একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, পরিচয়ের সংকট অপেক্ষা আদর্শিক সংকটই তৎকালীন পাকিস্তানে প্রকট ছিল। প্রশ্নোক্ত এ কথাটি যথার্থ ও সঠিক।

সৃজনশীল—৪ ■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

একটি বিশেষ দিনে শফিকের মা তাকে খুব ভোরে জাগিয়ে দিলেন আর তাকে বললেন, প্রায় ৬০ বছর আগে এই দিনে বাঙালি জাতি তাদের প্রাণের দাবি আদায়ে একটি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আর উক্ত আন্দোলনই বাঙালিকে স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিয়েছিল।

ক. পাকিস্তান আমলে পূর্ব-পাকিস্তানের কতজন মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলত?

খ. পশ্চিম পাকিস্তানি সরকার উর্দুকে কেন পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিল?

গ. উদ্দীপকে শফিকের মা যে আন্দোলনের কথা বলেছিলেন তার কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত আন্দোলন বাঙালি জাতিকে কীভাবে স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিয়েছিল? বিশ্লেষণ কর।

৪ নম্বর সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর

ক. পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানের চার কোটি চল্লিশ লক্ষ মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলত।

খ. পশ্চিম পাকিস্তানিরা জানত কোনো জাতিকে ধ্বংস করতে হলে তার সংস্কৃতিকে ধ্বংস করাই যথেষ্ট। উর্দু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হলে সব ক্ষেত্রে উর্দু ভাষাভাষী লোকরাই বেশি প্রাধান্য পাবে। এসব সাত-পাঁচ ভেবে এবং নিজেদের লোভী চিন্তা ফলবান করার জন্য পশ্চিম শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিল।

গ. উদ্দীপকে শফিকের মা ১৯৫২ সালের ২১ এ ফেব্রুয়ারি সংঘটিত ভাষা আন্দোলনের কথা বললেন। এ আন্দোলন একক কোনো কারণে নয়; বহুবিধ কারণে সংগঠিত হয়েছিল। ১৯৪৮ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুকে ঘোষণা করেন। তখন ছাত্ররা এর প্রতিবাদ জানিয়ে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত করে, কারণ পাকিস্তানের ৬ কোটি ৯০ লক্ষ মানুষের মধ্যে ৪ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষের ভাষা বাংলা। গুটি কয়েক মানুষের ভাষা উর্দু একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হওয়ার কোন যৌক্তিকতা নেই। তাই বাঙালি ছাত্র সমাজ তাদের প্রাণের দাবি, ভাষার দাবি নিয়ে আন্দোলন করে। মূলত মাতৃভাষা রক্ষার্থে এ আন্দোলন সংগঠিত হলেও এর পেছনে ছিল, কেন্দ্রীয় ভাষা নীতি, সাংস্কৃতিক কারণ, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণও। ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় ও চরম পর্যায়ে ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে ব্যাপক বিস্তৃতি এবং মহান আত্মত্যাগের ঘটনা পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষানীতিরই ফলশ্রুতি ছিল। ভাষা আন্দোলনের সাথে এ দেশের মানুষের আবেগ অনুভূতি প্রবলভাবে জড়িয়ে ছিল।

ঘ. ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতিকে বিভিন্নভাবে স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিয়েছিল, ২১ এ ফেব্রুয়ারি বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করার অনুপ্রেরণা দেয়। এ অনুপ্রেরণা পরবর্তীকালে সব আন্দোলনের প্রাণশক্তি হিসেবে কাজ করে। ভাষা আন্দোলন বাঙালিকে জাতীয়তাবাদের চেতনায় উদ্দীপ্ত করেছে, ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই বাঙালি প্রথম অধিকার সচেতন হয়ে ওঠে। আর এ সচেতনতাই তাদেরকে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে। তাই ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের রক্তা ঘটনা দুঃখজনক ও শোকাবহ হলেও এ ঘটনা এ দেশবাসীকে দিয়েছে ন্যায় এবং সত্য প্রতিষ্ঠায় আত্মবিশ্বাস। এ আন্দোলন পরবর্তীতে সংঘটিত সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে। স্বাধীন সার্বভৌম

বাংলাদেশকে ভাষা আন্দোলনের ফলশ্রুতি বললেও ভুল হবে না। ভাষা আন্দোলনের মধ্যেই বাংলাদেশের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার তথা সাবধানতার বীজ ভ্রুনাকারে লুকায়িত ছিল।

২১ এ ফেব্রুয়ারির ত্যাগ, একতা ও সংহতি বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের গোড়াপত্তন করে। এ আন্দোলনের সফলতার ওপর ভিত্তি করেই রচিত হয় স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশের ভীত।

সৃজনশীল—৫ ■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

১৯৭৪ সালে ভারতের পাঞ্জাব রাজ্যে আইন পরিষদের নির্বাচন হয়। উক্ত নির্বাচনে কয়েকটি দল একটি জোট গঠন করে নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এই জোট জনগণের সামনে ২১ দফা কর্মসূচি প্রকাশ করেছিল।

ক. কত সালে আমাদের ভাষা আন্দোলন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে?

খ. ভাষা আন্দোলনে কারা প্রাণ দিয়েছিল?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নির্বাচনের সাথে পূর্ববাংলার যে নির্বাচনের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. পূর্ববাংলার উক্ত নির্বাচনে কারা বিজয় লাভ করে? তাদের বিজয়ের কারণ তুলে ধর।

৫ নম্বর সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর

ক. ১৯৯৯ সালে আমাদের ভাষা আন্দোলন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে।

খ. ১৯৫২ সালের ২১ এ ফেব্রুয়ারি ভাষার দাবিতে ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভেঙে মিছিল বের করে। মিছিলে পুলিশ গুলি চালায়। গুলিতে নিহত হন রফিক উদ্দিন, আব্দুল জব্বার ও আবুল বরকত। আহতের সংখ্যা ছিল অনেক। এদের মধ্যে আবদুস সালাম চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। ৯ বছরের কিশোর ওলিউল্লাহও ঐদিন পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছিল।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নির্বাচনের সাথে পূর্ববাংলার ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের ষড়যন্ত্র ও শোষণ থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে এদেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দ ১৯৫৪ সালের নির্বাচন সামনে রেখে একটি জোট গঠন করে, যা যুক্তফ্রন্ট নামে পরিচিত। এ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জনগণের সামনে তাদের ২১ দফা কর্মসূচি প্রকাশ করে। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। উদ্দীপকে উল্লিখিত ১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলায় অনুষ্ঠিত যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর প্রথম নির্বাচন। এ নির্বাচনে জয়ের মধ্য দিয়ে পূর্ববাংলার নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করে। পূর্ব বাংলার গণমানুষ তাদের ভোটের আমানত প্রয়োগ করে তাদের ভবিষ্যৎ নেতাদের বরণ করে নেয়। এরই ধারাবাহিকতায় পূর্ববাংলায় নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে।

ঘ. পূর্ববাংলার উক্ত নির্বাচনে তথা ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিজয় লাভ করে।

পূর্ববাংলা আইন পরিষদ নির্বাচনে ৩০৯টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ২৩৬টি আসন পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আওয়ামী মুসলিম লীগ তাদের বরাদ্দকৃত ১৪৩টি আসনের মধ্যে সবকয়টিতেই জয়লাভ করে জনপ্রিয়তার প্রমাণ দেয়। স্বাধীনতার পর থেকে মুসলিম লীগের ভূমিকা বাঙালিকে হতাশ ও ক্ষুব্ধ করেছিল। এ অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের জন্য যুক্তফ্রন্টে বিভিন্ন দল ও মতের মানুষ একত্রিত হয়েছিল। এ দলের কর্মসূচিতে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে। বাংলা ভাষার মর্যাদা দান, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্রসহ সকল শ্রেণির মানুষের কথা এতে ছিল। এক কথায় ২১ দফা কর্মসূচিও তাদের সহজ বিজয়ের কারণ। যুক্ত ফ্রন্টের ব্যাপকভিত্তিক সংগঠন, রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে অবস্থান, যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্ব, নির্বাচনি কর্মসূচি, ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা, পাকিস্তানকে ঘিরে বাঙ্গালিদের সঃনভঙ্গ, স্বায়ত্তশাসন ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অঙ্গীকার নির্বাচনী অভিযান প্রভৃতি কারণ ছিল এ নির্বাচনে জয়ী হওয়ার নেপথ্যে। পাশাপাশি তরুণদের প্রচার অভিযান ছিল চোখে পড়ার মতো। এসব কারণে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিজয় লাভ করে।

সৃজনশীল—৬ ■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

ভাওয়ালপুর দুই ভাগে বিভক্ত। পশ্চিমভাগের মানুষ সব সময় পূর্বভাগের মানুষের ওপর বিভিন্নভাবে অত্যাচার করে। এ থেকে মুক্তিদানের জন্য পূর্বভাগের একজন নেতা ছয়টি দাবি সম্বলিত একটি খসড়া পেশ করেন, যেটিতে ভাওয়ালপুরের উভয় অংশ কীভাবে শাসন করা হবে, তার রূপরেখা দেয়া আছে।

ক. পূর্ববাংলায় কেন্দ্রীয় শাসন জারি করেন কে?

খ. ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন কেন পূর্ব-পাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনের দিকে ঠেলে দেয়?

গ. উদ্দীপকে যে কর্মসূচির ইঙ্গিত রয়েছে, সেগুলোর বর্ণনা দাও।

ঘ. উক্ত কর্মসূচিভিত্তিক আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ কর।

৬ নম্বর সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর

ক. পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল গোলাম মুহম্মদ পূর্ববাংলায় কেন্দ্রীয় শাসন জারি করেন।

খ. ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আবির্ভূত হলে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতা হারানোর ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। এ নির্বাচনে বিজয়ের মাধ্যমে বাঙালির স্বপ্ন ৬ দফাভিত্তিক সংবিধান প্রণয়নের বিষয়টি নিশ্চিত হয়, যার কোনোটিই পাকিস্তানি সামরিক বেসামরিক আমলা শাসকগোষ্ঠীর কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। এজন্য নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের অব্যবহতি পরে শুরু হয় নতুন ষড়যন্ত্র। এ ষড়যন্ত্র ছিন্ন করতে বাঙালিরা স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ে।

গ. উদ্দীপকে ছয় দফা কর্মসূচির ইঙ্গিত রয়েছে। উদ্দীপকে পূর্ব ভাওয়ালপুরের নেতা ভাওয়ালপুরবাসীদের শাসন শোষণ ও বঞ্চনার হাত থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য ছয়টি দাবি সম্বলিত খসড়া পেশ করে, যেটিতে ভাওয়ালপুরের উভয় অংশের শাসন ব্যবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। এ বিষয়গুলো কেবল ছয় দফা কর্মসূচির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

নিচে ছয় দফা কর্মসূচির বর্ণনা দেওয়া হলো:

১. ৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রটি গঠিত হয়েছিল। তখন বলা হয়েছিল নতুন দেশটিতে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার থাকবে। আর আইনসভা গঠিত হবে প্রাপ্ত বয়স্ক সকল নাগরিকের ভোটে। পাকিস্তান সরকারকে এ প্রস্তাব বাস্তবায়ন করতে হবে।

২. পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত নেতারা নিজের মতো করে দেশ শাসন করবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে শুধু দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতিনির্ধারণের দায়িত্ব।

৩. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটো ভিন্ন মুদ্রা চালু থাকবে, তবে দুই অংশই তা সহজেই ব্যবহার করা যাবে।

৪. আঞ্চলিক সরকার যার যার অঞ্চলের সকল প্রকার ট্যাক্স ও খাজনা ধার্য এবং আদায়ের ক্ষমতা রাখবে। আদায় করা অর্থের একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের খাতে জমা হবে।

৫. প্রতি অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের হিসাব আলাদা করে রাখতে হবে। আঞ্চলিক সরকারই বিদেশের সাথে বাণিজ্য চুক্তি ও আমদানি রপ্তানি করার অধিকার রাখবে।

৬. পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আলাদা করে একটি আধাসামরিক বাহিনী গঠন করতে হবে।

ঘ. উক্ত কর্মসূচিভিত্তিক আন্দোলন হলো ৬ দফা আন্দোলন।

আইয়ুব সরকার ছয়দফা কর্মসূচিকে 'বিচ্ছিন্নতাবদী কর্মসূচি বলে আখ্যায়িত করে। এ কর্মসূচি বাঙালির চেতনামূলে বিস্ফোরণ ঘটায়। এ আন্দোলনকে দমানোর জন্য শাসকগোষ্ঠী আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দিতে থাকে। এতে চরম হয়রানির শিকার হন বঙ্গবন্ধু ও তাজউদ্দিন আহমদসহ আওয়ামী লীগের নেতারা। কিন্তু এ দাবির প্রতি মানুষের সমর্থন দেখে শঙ্কিত হন আইয়ুব খান। পূর্ব পাকিস্তানের উৎপাদিত পাট বিক্রির টাকা ছিল পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের সবচেয়ে বড় মাধ্যম। কিন্তু এই টাকা পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নতিতে ব্যয় করা হয়। বড় বড় চাকরিতে বাঙালিকে খুব কম সুযোগ দেওয়া হতো। কিন্তু স্বায়ত্তশাসন পেয়ে গেলে পশ্চিম পাকিস্তানিরা এত সুবিধা ভোগ করতে পারবে না। তাই ষড়যন্ত্র করতে থাকে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী। পাকিস্তানি সরকার ভেবেছিল জেল-জুলুম-নির্যাতন চালিয়ে বাঙালির প্রাণের দাবি ৬ দফাকে নস্যাৎ করে দিতে পারবে। কিন্তু তাদের সে আশায় গুড়েবালি। মামলা, জেল-জুলুম নির্যাতনে আন্দোলন থেমে যায়নি বরং তা আরও বেগবান হয়। ছয়দফা দাবীর প্রতি পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী যথাযথ কর্ণপাত না করায় বাঙালি মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং এক রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে বিজয় অর্জনের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে।

সৃজনশীল—৭ ■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক জনাব গিয়াস উদ্দিন একটি সেমিনারে তার ছাত্রদের বলেন, তোমরা ছাত্র সমাজ এ দেশের ভবিষ্যৎ, তোমাদের ত্যাগ ও সংগ্রামী চেতনায় এ দেশ স্বাধীন হয়েছে। তোমাদের আন্দোলনের মুখে পাকিস্তানি সরকার বাধ্য হয়ে শেখ মুজিবসহ অন্য রাজবন্দিদের মুক্তি দিয়েছিল।

ক. আওয়ামী মুসলিম লীগ কত সালে গঠিত হয়?

খ. পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকরা বাঙালির সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে আঘাত হানে কেন?

গ. উদ্দীপকে যে আন্দোলনের ইঙ্গিত রয়েছে তার প্রধান প্রধান কর্মসূচিগুলো উল্লেখ কর।

ঘ. উক্ত আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া মূলপাঠের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

৭ নম্বর সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর

ক. আওয়ামী মুসলিম লীগ ১৯৪৯ সালে গঠিত হয়।

খ. পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকরা বাংলা ভাষার বদলে উর্দু ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় বাঙালি সংস্কৃতি, রবীন্দ্র সংগীত, নববর্ষ উদ্‌যাপন নিষিদ্ধ করতে সোচ্চার হয় তারা। তারা চেয়েছিল বাঙালিদের সকল দিক থেকে নিজেদের অধীন করতে। এজন্য পশ্চিম পাকিস্তানিরা বাঙালির সংস্কৃতির ওপর আঘাত হানে।

গ. উদ্দীপকে যে আন্দোলনের ইঙ্গিত রয়েছে, তা হলো ১১ দফা আন্দোলন।

এ আন্দোলনের প্রধান প্রধান কর্মসূচিগুলো উল্লেখ করা হলো: শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও অফিস আদালতে বাংলা ভাষা চালু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ডিন্যান্স বাতিলসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন, ছাত্র বেতন ৫০ ভাগ কমানো, যানবাহনে ছাত্রদের ৫০ ভাগ ভাড়া কমানো। এছাড়া রয়েছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি, খাজনা ও ট্যাক্স কমানো, ব্যাংক, বীমা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা, রাজবন্দিদের মুক্তি প্রভৃতি। উদ্দীপকে দেখা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক গিয়াস উদ্দিন স্যার ছাত্রদেরকে তাদের গৌরবজ্জল ইতিহাস মনে করিয়ে দিতে গিয়ে বলেন, তোমাদের দুর্বার আন্দোলনের মুখে পাকিস্তানি সরকার বাধ্য হয়ে শেখ মুজিবসহ অন্য রাজবন্দিদের মুক্তি দিয়েছিল, যা ১১ দফা আন্দোলনকে নির্দেশ করে।

ঘ. উক্ত আন্দোলন হলো ১১ দফা আন্দোলন। এ আন্দোলন বাঙালির ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধু ও অন্য নেতাদের বিরুদ্ধে আগরতলা মামলা করে। কিন্তু বাঙালি দমে যাওয়ার জাতি নয়। তারা বিপ্লবী জাতি। ছয় দফার সাথে আরও কর্মসূচি যুক্ত করে ছাত্রসমাজ এগারো দফা আন্দোলন নিয়ে গণআন্দোলনের ডাক দেয়। ছাত্রদের এগারো দফার দুর্বার আন্দোলনে দিশেহারা হয়ে পড়ে সরকার। বাধ্য হয়ে আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দিদের মুক্তি দেয়। এগারো দফা আন্দোলনে পুরো পূর্ব পাকিস্তান কেঁপে ওঠে।

সৃজনশীল—৮ ■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

তানভীর সাহেব ও আদনান একদিন ২০০৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে আলোচনা করছিলেন। তানভীর সাহেব বললেন, এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আদনান সাহেব বললেন, আওয়ামী লীগের এ জনপ্রিয়তা অতীতেও দেখা গেছে। স্বাধীনতা পূর্ব একটি নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল। আর নির্বাচনের এ ধরনের ফলাফল বাঙালিকে বাংলাদেশ গঠনে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল।

ক. বাংলাদেশ কত তারিখে বিজয় অর্জন করে?

খ. বাঙালি কেন আন্দোলন করতে বাধ্য হয়?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত আদনান সাহেব অতীতের কোন নির্বাচনের কথা বলেছেন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ের কারণ ও তা কীভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের পথ প্রশস্ত করছিল? আলোচনা কর।

৮ নম্বর সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর

ক. বাংলাদেশ ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জন করে।

খ. পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর শাসন ক্ষমতা চলে যায় পশ্চিম পাকিস্তানের অবাঙালি শাসকদের হাতে। তারা সুশাসন প্রতিষ্ঠা না করে পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালিদের ওপর নানা ধরনের অত্যাচার নির্যাতনের পাশাপাশি প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই বৈষম্যের পাহাড় গড়ে তোলে। অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হয়। নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তারা প্রতিবাদ আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত আদনান সাহেব ১৯৭০ সালের নির্বাচনের কথা বলেছেন। কারণ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করেছিল। উক্ত নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসন লাভ করে। অন্যদিকে পিপিপি মোট ৮৮টি আসন পেয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকে। প্রাদেশিক পরিষদেও আওয়ামী লীগ বিজয় অর্জন করে। এখানে ৩১০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৯৮টি আসন লাভ করে। উদ্দীপকে আদনান সাহেব বলেন, স্বাধীনতাপূর্ব একটি নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল। সুতরাং আদনান সাহেবের এ মন্তব্য স্বাধীনতাপূর্ব ১৯৭০ সালের নির্বাচনকে নির্দেশ করে।

ঘ. উক্ত নির্বাচন হলো ১৯৭০ সালের নির্বাচন। আওয়ামী লীগ এ নির্বাচনে দুই অংশের বৈষম্য দূরীকরণে ৬ দফার বাস্তবায়ন, বিশেষ করে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনকে বাঙালির মুক্তির পথ হিসেবে ঘোষণা করে। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাঙালির জাতীয়তাবাদের প্রতি যে গণজোয়ার সৃষ্টি হয় তা আওয়ামী লীগের পক্ষে যায়। পাকিস্তান সরকারের প্রতি ধর্মভিত্তিক দলগুলোর দুর্বলতা এবং পারস্পরিক দ্বন্দ্ব তাদেরকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। এসব কারণেই আওয়ামী লীগ ১৯৭০ -এর নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে বাঙালি বুঝতে পেরেছে যে, তারা একটি আলাদা জাতি। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে প্রাধান্য লাভ করে। ফলে এটা প্রমাণিত হয় যে, পূর্ববাংলার জনগণ স্বায়ত্তশাসন চাইছে। কারণ আওয়ামী লীগের মূল দাবিই ছিল পূর্বপাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন। নির্বাচনে জয়লাভের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু এবং আওয়ামী লীগ

বাঙালির মুক্তির প্রতীকে পরিণত হয়। এভাবে বাঙালিদের মধ্যে এ নির্বাচনে নতুন জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি করে, আর এ স্বকীয় মনোভাবই স্বাধীন বাংলাদেশের পথ প্রশস্ত করেছিল।

সৃজনশীল—৯ ■ নিচের চিত্রটি লক্ষ্য করো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

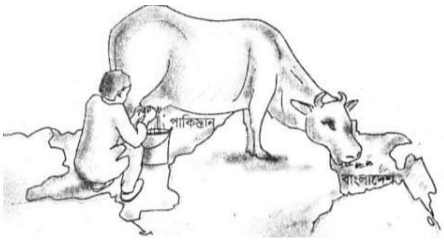

ক. কত সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেওয়া হয়?

খ. ১১ দফা আন্দোলন করা হয় কেন?

গ. প্রদর্শিত চিত্রটি পূর্ব পাকিস্তানের কোন বৈষম্যের প্রতিফলন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত চিত্র পাকিস্তানি শাসকদের বৈষম্যের আংশিক প্রতিফলন মাত্র—বিশ্লেষণ কর।

৯ নম্বর সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর

ক. ১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেওয়া হয়।

খ. মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ও অফিস-আদালতে বাংলাভাষা চালু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিলসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন, ছাত্র বেতন ৫০ ভাগ কমানো, যানবাহনে ছাত্রদের ৫০ ভাগ কম ভাড়া গ্রহণ- ইত্যাদি দাবি আদায়ের জন্য ১১ দফা আন্দোলন করা হয়।

গ. প্রদর্শিত চিত্রটি পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম-পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রতিফলন। পাকিস্তান শাসনামলে পশ্চিম-পাকিস্তানিরা পূর্ব-পাকিস্তানকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে দিতে চেয়েছিল। পূর্ব-পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশের প্রতি পশ্চিম-পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্য বোঝানোর জন্যই সে সময়ে কিছু প্রতীকী পোস্টার ব্যবহৃত হতো, যার একটি প্রদর্শিত চিত্রে উপস্থাপন করা হয়েছে। চিত্রটিতে দেখা যাচ্ছে, গরুটি পূর্ব-পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের ঘাস খাচ্ছে আর দুধ দোহন করে নিয়ে যাচ্ছে পশ্চিম-পাকিস্তানিরা। অর্থাৎ উৎপাদন হয় পূর্ব-পাকিস্তানে আর অর্থ চলে যায় পশ্চিম -পাকিস্তানে। অর্থাৎ মোট উৎপাদনের সিংহভাগ অর্থ পশ্চিম-পাকিস্তান নিয়েছে। বৈদেশিক সাহায্যও বাঙালিরা পেত নামেমাত্র। অথচ ঋণের বোঝা ঠিকই বাঙালিদের বহন করতে হতো। রপ্তানি আয়ের ২০০০ মিলিয়ন ডলার পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হয়েছিল। তখন রপ্তানি আয়ের প্রধান উৎস ছিল পাট যা পূর্ব পাকিস্তানে উৎপাদন হতো। এভাবে সর্বক্ষেত্রে অর্থনৈতিকভাবে বাঙালিরা ছিল বঞ্চিত, যা উদ্দীপকের প্রতীকী চিত্রটির মাধ্যমে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

ঘ. প্রদর্শিত প্রতীকী চিত্রটিতে পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম-পাকিস্তানিদের অর্থনৈতিক বৈষম্যের দিকটি ফুটে ওঠেছে, যা পশ্চিম পাকিস্তানিদের অসংখ্য বৈষম্যের মধ্যে একটি মাত্র। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তান শাসনামলে পশ্চিম-পাকিস্তানিরা বাঙালিদেরকে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সামরিক, সাংস্কৃতিকসহ সর্বক্ষেত্রেই বঞ্চিত করেছিল। জাতি হিসেবে বাঙালিরা যেন কোনো দিন মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে, সেজন্য তারা সর্বক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি করেছিল। বাঙালিদের কখনই পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক অধিকার দেয়া হয়নি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদে পূর্ব-পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ ছিল হাতে গোনা। প্রশাসনিক চাকরির ক্ষেত্রে পূর্ব-পাকিস্তানিরা ছিল সম্পূর্ণ অবহেলিত। সামরিক বাহিনীতে নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রেও ছিল দারুণ বৈষম্য। আর পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ধ্বংস করতে পাকিস্তানি শাসকরা তৎপর হয়ে ওঠে। সেসময় চলচ্চিত্র, নাটক, পত্রিকা, বই প্রকাশে সীমাহীন নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও রবীন্দ্র সংগীত প্রচার বন্ধ এবং বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন নিষিদ্ধ করা হয়। এভাবে সর্বক্ষেত্রে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্য বাঙালি জাতির উন্নয়নের পথ সে সময় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, উক্ত চিত্রটি পাকিস্তানি শাসকদের বৈষম্যের অর্থনৈতিক দিক মাত্র।

■■■ নিজে চেষ্টা করো ■■■

সৃজনশীল—১০ ■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

চট্টগ্রাম বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার ঘোষণা করলেন যে, পুরো বিভাগে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষা চলবে, অন্য কোনো ভাষা এখানে গ্রহণযোগ্য নয়। এ অন্যায় আদেশের বিপক্ষে নোয়াখালী অঞ্চলের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয় এবং তাদের মাতৃভাষার সম্মান রক্ষার্থে আন্দোলন শুরু করে।

ক. পাকিস্তান রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার এর ক্ষমতা কেমন ছিল?
খ. 'ষাটের দশক ছিল সাংস্কৃতিক স্বাধিকারের আন্দোলন'—ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকে কোন আন্দোলনের পটভূমি ফুটে ওঠেছে বর্ণনা কর।
ঘ. উদ্দীপকে আলোচিত আন্দোলনের পদক্ষেপগুলো আলোচনা কর।

সৃজনশীল—১১ ■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার আমাদের স্বাধীনতা, জাতীয়তাবাদ ও ঐক্যের প্রতীক। গত ২১ এ ফেব্রুয়ারি শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে সুজানা ও তার বন্ধুরা কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে গিয়েছিল।

ক. যুক্তফ্রন্ট জনগণের সামনে কয় দফা কর্মসূচি পেশ করে?
খ. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ের কারণ ব্যাখ্যা কর।
গ. অনুচ্ছেদের দিনটি উদযাপনে সুজানাদের গৃহীত কর্মসূচি পাঠ্যপুস্তক অনুসারে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. তুমি কি মনে কর সুজানা ও তার বন্ধুরা জাতীয়তাবাদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ? মতামত দাও।

সৃজনশীল—১২ ■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

সুলেমান একজন যুক্তিযোদ্ধা। ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি তার সমস্ত মনোযোগ ছিল লাহোরে। সারাক্ষণ কানে রেডিও। অতঃপর রেডিওতে সে যেন শুনতে পেল তার প্রাণের দাবি।

ক. ছয় দফা আন্দোলন হয় কত সালে?
খ. যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্বে কারা ভূমিকা রাখেন?
গ. সুলেমানের প্রাণের দাবি উদ্দীপকের আলোকে বর্ণনা কর।
ঘ. 'উক্ত দাবি ছিল মূলত স্বায়ত্তশাসনের দাবি'—উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।